পঞ্চম অধ্যায়

ব্রোঞ্জ যুগ (দ্বিতীয় পর্ব): চীন ও পূর্ব ভূমধ্যসাগর

চীন পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র। দেশটির তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। একটি হোয়াং হো নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াং সি কিয়াং নদীর তীরে এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনের ভূখণ্ডে। এই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল শাং ও চৌ রাজাদের আমলে। প্রায় সকল সমৃদ্ধ কৃষিভিত্তিক সভ্যতাই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। হোয়াং হো এবং ইয়াং সি কিয়াং নদীর তীরে গড়ে ওঠা চৈনিক সভ্যতাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। চীনের কৃষিসভ্যতার বিকাশেও নদীর ভূমিকা প্রত্যক্ষ ছিল। হোয়াং হো তীরবর্তী অঞ্চল, ইয়াং সি কিয়াং তীরবর্তী অঞ্চল এবং দক্ষিণ চীনের ভূখণ্ড—এই তিনটে প্রধান অঞ্চলকে ঘিরে সভ্যতার চারণভূমি গড়ে উঠেছিল। নদীর ধীর প্রবাহ এর দুই তীরে বিস্তীর্ণ পলল ভূমি সৃষ্টি করেছিল। বর্ষার সময় অত্যধিক প্লাবনের ফলে জীবন ও ফসলের ক্ষতি হত। এজন্য হোয়াংহোকে বলা হত 'চীনের দুঃখ'। বাঁধ দিয়ে এবং খাল খনন করে হোয়াংহো নদীর উপচে পড়া জল চীনারা কৃষিকাজের অনুকূলে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। চীনের নদীসমূহের প্রভাবে একদিকে যেমন কৃষিসভ্যতা গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি বহির্বাণিজ্যের পথও উন্মুক্ত হয়েছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ চীন ছিল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। দক্ষিণে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর গড়ে ওঠায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পথও হয়েছিল উন্মুক্ত।

চীনের সীমান্ত জুড়ে বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকার কারণে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ ছিল না। চীনের উত্তর দিকে গোবি মরুভূমি, পূর্বে ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে রয়েছে তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল। নদীগুলোর প্রভাবে প্রাচীন চীনে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে চীনে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

ক. চীনে শাং রাজবংশের শাসন (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৬৬-১০২৭ অব্দ): চীনে খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছর ধরে শাং রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। শাং রাজবংশের একটি লিখিত ইতিহাস ছিল। লিখিত বর্ণমালা এবং বর্ষপঞ্জি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শাং যুগের লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। হুয়াংতি নামের একজন শক্তিশালী শাসক হোয়াং হো নদীর তীরে এক বড় রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এই হোয়াংহো নদী তীরেই শাং রাজারা যে সভ্যতা গড়ে তোলেন তা অগ্রগতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। বেশ কয়েকটি রাজবংশ নিয়ে চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ছিল শাং বংশ। শাং বংশের আমলে চীনে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে কালপর্বে তা ব্রোঞ্জ যুগে অবস্থান করে।

শাং রাজবংশের রাজারা প্রাকৃতিক কারণে সমগ্র চীনে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেন নি। তাদের রাজ্য দক্ষিণে হোয়াং হো নদীর উপত্যকা থেকে পূর্বে পার্বত্য শালটাং উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশুর হাড়ে খোদিত চীনের প্রাচীন লিপিতে রাজাদের বংশ তালিকা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গেছে তাতে শাং বংশের অবস্থান হিসেবে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। এই লিপিযুক্ত হাড় পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন শাং রাজধানী এন-ইয়াং (An Yang) অঞ্চলে। হোয়াংহো নদীর তীরে এই সংস্কৃতি বারবার ভয়ঙ্কর বন্যার মুখোমুখি হয়। তাই শাং রাজধানী স্থানান্তরিত করতে হয় পাঁচবার। তবে এন-ইয়াংই ছিল এই রাজবংশের মূল কেন্দ্র। মধ্য চীনের হোনান প্রদেশের ইন-ইয়াং শহরের কাছে আছে একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ। এটি বিশ্ববিখ্যাত 'ইন ধ্বংসাবশেষ' নামে খ্যাত। খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে শাং বংশের রাজা ফানকেং শাং বংশের রাজধানী শাংতোং প্রদেশের খুফু থেকে এন-ইয়াং-এ স্থানান্তরিত করেন। তারপর প্রায় তিনশো বছর এই এন-ইয়াংই হয়ে ওঠে শাং রাজবংশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রের ভিত্তিভূমি। চৌ রাজবংশের রাজা উত্তয়াং শাং বংশের সর্ব শেষ রাজা জৌকে পরাস্ত করেন এবং তাতেই শাং রাজবংশের অবসান ঘটে। রাজধানী এন-ইয়াং ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। এই স্থানটি 'ইন ধ্বংসাবশেষ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

শাং বংশের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ও খনন ছিল বিংশ শতাব্দীতে চীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। ১৯২৮ সালে এই ধ্বংসাবশেষটিতে খননকার্য শুরু হবার পর থেকে এখানে মাটির নীচ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর পুরাকীর্তি নিদর্শন- যেমন কচ্ছপের খোল ও হাড়ের ওপর প্রাচীন চীনা ভাষার লিপি, ব্রোঞ্জ পাত্র ও জিনিসপত্র। এর মধ্যে কচ্ছপের খোল ও হাড়ের ওপর লিখিত প্রাচীন ভাষার লিপি আবিষ্কার হল বিশ্বের প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শাং রাজবংশের ইতিহাসের উপাদান: শাং অভিজাতরা বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বের সব কিছুই ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁরা ঐশ্বরিক বাণী কচ্ছপের খোলা এবং পশুর হাড়ের ওপর লিখে রাখতেন। কিছু প্রশ্নোত্তর, কিছু ঘটনা হাড় ও খোলার ওপর তারা লিখে রাখত যাদের *'Oracle bone inscriptions'* বলা হত। *'Oracle bone inscriptions'* প্রথম হেনান প্রদেশের এন-ইয়াং অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে পাওয়া গেছে। চার প্রকারের লিখিত উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়—ক) পিকটোগ্রাফস্, খ) আইডিওগ্রাফস্, গ) অ্যাসোসিয়েটিভ কম্পাউন্ডস (Associative Compounds), ঘ) ফোনেটিক কম্পাউন্ডস্। ঐ জাতীয় 'Oracle bone inscription' থেকে জানা যায় যে, শাংরা সমর ও কাল নির্ণয়ের জন্য চন্দ্র বর্ষপঞ্জী ও সৌর বছর ব্যবহার করত। চীনারা একমাসে ৩০ দিন গণনা করত এবং ১৩ মাসে বছর গণনা করত। শাং ব্রোঞ্জযুগের খোদাই কাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। *'Jin Wen'* বা *'Zhong ding Wen'* নামক ব্রোঞ্জ লেখগুলি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। শাং যুগে কিছু ঐতিহাসিক বিষয় বাঁশপাতার উপরেও লিখিত হত। *'Book of History'* এবং *'Book of Odes'* —এই দুই গ্রন্থকে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। *'Book of History'* ছিল শাং রাজাদের রাজনৈতিক দলিল। ঐ গ্রন্থে দর্শন, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সাহিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছিল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাং যুগের অগ্রগতিসমূহ ও শাসন: এন-ইয়াং অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মধ্য দিয়ে শাং যুগের বস্তুগত সংস্কৃতি উন্মোচিত হয়। শাং যুগে ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি উচ্চ শিখরে পৌঁছে ছিল। শাং যুগের লোকেরা মৃৎপাত্র ব্যবহার জানত। তারা লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো তারা সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠা করে। রাজা ছিলেন সর্বময় কর্তা, সেনাবাহিনীর প্রধান এবং প্রধান পুরোহিত। শাং রাজারা একটি সামরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যদিও তারা সমগ্র চীনের সর্বময় কর্তা হতে পারেনি। শাং যুগের সেনাবাহিনী ছিল পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের জন্য আতঙ্ক এবং এই রাজ্যকে 'প্রাচ্যের মহা ভীতি' বলে অভিহিত করা হত। ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা হওয়ায় শাংগণ ব্রোঞ্জের ফলাবিশিষ্টি তির, মাথার বর্ম, ধারালো অস্ত্র ও বাঁকা ধনুক ব্যবহার জানত।

A. শাং যুগের অর্থনীতি:

কৃষি: শাং যুগে অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। তবে কৃষি পদ্ধতি ও উপকরণ ছিল আদিম প্রকৃতির। প্রধান উৎপাদিত শস্য ছিল গম ও যব। তবে কিছু কিছু জমিতে ধানের চাষও হত। ধারণা করা হয় যে, ইয়াংসি অঞ্চল থেকে ধান আমদানি করা হত। এছাড়া মিলেট, ভুট্টা, জোয়ার, শন ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হত। শস্য গোলাজাতকরণের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা ছিল। শস্য সংরক্ষণের ঘরটির দেওয়াল

এবং মেঝে কাদার আস্তরণ দিয়ে মোড়া থাকত। শাং যুগে বিভিন্ন প্রকারের মদ তৈরি হত। মিষ্টি মদ তৈরি হত চাল এবং টক মদ তৈরি হত কালো মিলেট থেকে। শাং যুগে মদ পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অভিজাতরা মদ্যপান করত। উন্নত কৃষিকার্য পানীয় মদ প্রস্তুতে সহায়তা করেছিল। কৃষিকার্যের জন্য উন্নত সেচ ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছিল।

পশুপালন: পশুপালন ছিল শাং যুগের অর্থনীতির ভিত্তি। শিকার ও পশুপালনের মাধ্যমে কিছুটা খাদ্য চাহিদা পূরণ করত চীনারা। শাং যুগের জনসাধারণ কুকুর, শূকর, ছাগল, ভেড়া, ষাঁড়, ঘোড়া, মোরগ, মহিষ, বানর এবং সম্ভবত হাতি পালন করত। পালিত অথবা শিকারি পশু তাদের খুব প্রিয় ছিল। পশুর মাংসের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল কুকুর ও শূকরের মাংস। কৃষি ও পশুপালনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলে শাং জনগোষ্ঠী যাযাবর ছিল না।

কারিগরি ও ক্ষুদ্রশিল্প: শাং যুগে দক্ষ শিল্পীরা কারিগরি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিল। কারিগরি ও ক্ষুদ্র শিল্পকর্মে শাং যুগের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। শাং যুগের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি পাত্র, ছুরি, কুঠার ইত্যাদি। শাং যুগে লোহার আবিষ্কার শুরু হয়। লোহার পাতযুক্ত ব্রোঞ্জ নির্মিত যুদ্ধকুঠারের অস্তিত্ব শাং যুগে ছিল। কুটির শিল্পে ব্রোঞ্জনির্মিত ড্রিল, চাঁছনি, ছুঁচ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। ব্রোঞ্জ ধাতু গলন কেন্দ্রগুলি রাজপ্রাসাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। তামা, টিন ও চারকোলের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি হত। বিভিন্ন আকার দেওয়া সম্ভব হল ব্রোঞ্জ গলানোর ফলে। শাং যুগে দক্ষ হস্তশিল্পী ও কারিগররা বিভিন্ন কাজে লিপ্ত ছিল ধাতু গলন, ধাতুপাত্র উৎপাদনে এবং যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ইত্যাদি।

শৌখিন দ্রব্যাদি: শাং যুগের করিগররা হাড়, ঝিনুক, শিং দিয়েও সুন্দর সুন্দর শৌখিন দ্রব্য তৈরি করত। তারা হাতির দাঁত দিয়ে বিলাসী দ্রব্য তৈরিতে দক্ষ ছিল। কড়ি দিয়ে তারা গয়না বানাতে পারদর্শী ছিল। সম্ভবত তারা কড়ি মুদ্রার বিকল্প হিসাবেও ব্যবহার করত।

মৃৎশিল্প: শাং যুগের শিল্পী ও কারিগররা নানান ধরনের মাটির পাত্র তৈরি করতে জানত। চীনামাটির পাত্র নির্মাণে তারা দক্ষ ছিল। শাং যুগে ধূসর, কালো এবং লাল মৃৎপাত্র ছাড়াও সাদা এবং শক্ত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। পোর্সেলিনের ব্যবহার করা হত ঐ জাতীয় মৃৎপাত্র নির্মাণে। ঐ মৃৎপাত্রগুলিকে অধিক উত্তাপে উত্তপ্ত করা হত যাতে তারা শক্ত হয়। সাদা মৃৎপাত্রগুলির সুন্দর গ্রথন এবং অলঙ্করণ ছিল দেখার মতো। মৃৎপাত্রগুলির নীচের দিকে ছিল নীল বা হলদে সবুজ আভা এবং মাঝখানটা ছিল ধূসর রঙে রাঙা। যখন মৃৎপাত্রগুলিকে বাজানো হত তখন ধাতুর মতো আওয়াজ করত।

যুদ্ধসরঞ্জাম: তির, ধনুক, চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি, যোদ্ধাদের জন্য তৈরি চামড়ার বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র ও মুখোশ তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। শিকারের অস্ত্র হিসাবে তিরধনুকের জনপ্রিয়তা ছিল। কারিগরদের উদ্ভাবিত চাকার সাহায্যে অভিজাতরা দুই ঘোড়ার রথ ব্যবহার করত। শাং শিল্পীরা সৈনিকদের নিরাপত্তার জন্য চামড়ার বর্ম তৈরি করেছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য: শাং যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের স্বল্পতা লক্ষ করা যায়। যেটুকু পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে শাং যুগের বণিকরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। শাং আমলে কৃষি কাজের ফাঁকে ফাঁকে কৃষক গুটিপোকার চাষ করত। এই গুটি পোকা থেকে সুতা বের করে মসৃণ কাপড় বোনা হত। রেশমের চাষ প্রচলিত থাকায় রেশমি বস্তুর উৎপাদন শুরু হয়। রেশমের কাপড় উৎপাদন শাং যুগের অন্যতম অর্থনৈতিক অবদান। রেশম চীনের একটি প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। ঝিং ঝিয়াং প্রদেশ থেকে নেফ্রাইট ধাতু ও কচ্ছপের খোলের আমদানি প্রমাণ করে যে, শাং যুগে চীনে দূরবর্তী বাণিজ্য ও বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শাং যুগের মানুষ লিনেন এবং রেশম বস্ত্রের ব্যবহার জানত। বিভিন্ন জীবজন্তুর খোলা দিয়ে অলঙ্কার প্রস্তুত হত। আবার সেগুলি মুদ্রা ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেও কাজ করত।

B. শাং যুগের সামাজিক স্তরবিন্যাস: শাং যুগে সমাজে বিভিন্ন সামাজিক পদমর্যাদার লোকেদের দ্বারা বিভাজিত ছিল। পরিবার ছিল সমাজের মূল একক এবং জনগণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। চৌ রাজবংশ যখন শাংদের ধ্বংস করে তখন ঐ গোষ্ঠীর লোকেরা দাসে পরিণত হয়। মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধ প্রতি পারিবারিক সদস্যের ছিল। রাজা বা অভিজাতশ্রেণী বহু বিবাহ করতেন। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে এক-বিবাহ প্রথা চালু ছিল। শাং যুগে শাসককে সমস্ত পরিবারের প্রধান বলে গণ্য করা হত। এর ফলে শাসকের সাথে সাধারণ জনগণের একটি আনুগত্যের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই আনুগত্যের উপর ভিত্তি করেই কৃষকরা তার শাসকদের জন্য খাদ্য এবং শ্রম জোগাতে বাধ্য থাকত। শাং সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। শাং সমাজে কারিগর বা শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। সাধারণ জনগণ অর্থাৎ ভূমিদাস এবং দাসেরা সমাজের সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করত। এদের বেশিরভাগই ছিল কৃষক।

শাং সমাজে দাসেরা ছিল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তারা ছিল মূলত যুদ্ধবন্দি। শাং সৈন্যবাহিনী যেসব অঞ্চল জয় করেছিল, সেখানকার মানুষদের বন্দি করে তারা দাসে পরিণত করেছিল। উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে শাং রাজবংশ দাসদের কাজে লাগাত। কৃষিকার্যে দাসেরা নিযুক্ত ছিল। পশুপালন, কুটীরশিল্প, এবং গৃহস্থালীর কাজে তারা

নিযুক্ত ছিল। দাসপ্রথা প্রকট আকারে দেখা দেয় এবং সম্রাটের মৃত্যু হলে তাঁর শবদেহের সাথে দাসদেরও জীবন্ত সমাধি দেওয়া হত। ঐতিহাসিক Zhang Changshou শাং রাষ্ট্রকে 'Slave owning State' বলে আখ্যায়িত করেছেন। শাং সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক। মেয়েদের, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের অবস্থা ও অবস্থান উচ্চ পর্যায়ে ছিল এবং তারা অভিযানেও অংশগ্রহণ করত।

C. শাং যুগের রাষ্ট্রকাঠামো: রাজা ও পুরোহিত: শাং রাজাদের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রথা ছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাজা কুক্ষিগত করেন এবং তিনি বংশানুক্রমিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে রাজার মৃত্যু হলে পুত্রের চেয়ে ছোটোভাই হতেন সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদার। রাজা একাধারে সৈন্যবাহিনী নিয়ন্ত্রণ, বেসামরিক কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করতেন। ধর্মীয় প্রধান হিসাবে প্রধান পুরোহিতের কাজও তাকে করতে হত। পুরোহিত নিযুক্ত করা হত এবং প্রয়োজনে তারা ধর্মীয় কর্তব্য পালনে সাহায্য করত। এছাড়া পুরোহিতদের অন্যতম কর্তব্য ছিল জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করা। পুরোহিতরা ক্যালেন্ডার তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

অভিজাত: শাং যুগের রাষ্ট্রক্ষমতা দাস মালিক অভিজাতদের হাতেও নিযুক্ত ছিল। বিভিন্ন মন্ত্রী এবং উপ-মন্ত্রীরাও রাজাকে সাহায্য করতেন। অন্যান্য যে-সব ধর্মীয় আধিকারিকগণ ছিলেন তাঁরা ঈশ্বরের দৈববাণীগুলিকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এছাড়া সামরিক ঘটনাবলী, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়গুলির দেখাশোনা করার দায়িত্ব ছিল অন্যান্য আধিকারিকদের ওপর। বেশিরভাগ আধিকারিকগণই অভিজাত বংশ থেকে আসত এবং সকল পদই ছিল বংশানুক্রমিক।

সৈন্যবাহিনী: শাং রাজবংশের বৃহৎ ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল। সেনাবাহিনীর মূল অংশ অভিজাতদের দ্বারা গঠিত হত। পদাতিক বাহিনীতে বহু দাস সৈন্য ছিল এবং তাদের বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হত। সেনাবাহিনী ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল—যেমন কুঠার, তরবারি, জ্যাভেলিন, বর্শা, শিরোস্ত্রাণ বা হেলমেট এবং চর্ম ঢাল ইত্যাদি। শাং যুগে যুদ্ধরথ ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটা শক্তি। একটা রথ দুটো ঘোড়ার দ্বারা চালিত হত এবং ঘোড়াগুলিকে চালনা করত তিনজন অস্ত্রধারী সৈন্য। একজন সৈন্য রথ টানত, একজন সৈন্য তরবারি নিয়ে যেত। তৃতীয় সৈন্যটি তিরধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। যুদ্ধরথের পাশাপাশি পদাতিক সৈন্যরাও থাকত। একটি যুদ্ধে সাধারণত ৩-৫ হাজার সৈন্য থাকত এবং প্রায় ত্রিশ হাজারে পৌঁছে যেত।

D. শাং যুগের ধর্ম: শাং যুগের ধর্মীয় কাঠামো কেমন ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। শাং জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক শক্তি বা উপাদান—যেমন মাটি, নদী, বাতাস এবং বিভিন্ন দিক (পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ) প্রভৃতির পূজা করত। আরাধ্য ঐ সকল দেবতার উদ্দেশ্যে মাংস ও মদ উৎসর্গ করা হত। শাং যুগের ধর্মে দেবতার জন্য

মানুষ উৎসর্গ করার প্রথা চালু ছিল। হতভাগ্য যুদ্ধবন্দি দাসদেরকেই সাধারণত ধর্মের নামে উৎসর্গ করা হত। এযুগে পশুবলি যেমন প্রচলিত ছিল তেমনি রাজার মৃতদেহের সাথে নরবলি দিয়ে দাসদের সমাধিতে রাখা হত। রাজার সাথে তার ব্যবহৃত আসবাবপত্র, রথ, অস্ত্রশস্ত্র, ব্রোঞ্জের কুঁজো রাখা হত। শাং যুগের প্রধান দেবতার নাম শাং তি। তিনি কৃষি, শস্য ও যুদ্ধের দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। শাং যুগের ধর্মে মূলত আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার বদলে মানুষের ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধির দিকটিই অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। শাং যুগে মৃত রাজার নামে পূজার রীতি প্রচলিত ছিল। রাজার সমাধিসৌধ সজ্জিত ছিল বহুমূল্য দ্রব্যাদিতে। পূর্বপুরুষের পূজা চীনা সমাজে তাদের ধর্মীয় চেতনার সাথে মিশে আছে। তারা বিশ্বাস করত যে, পূর্বপুরুষের বিদেহী আত্মা পরবর্তীকালের উত্তরাধিকারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি ও মঙ্গলের জন্য তারা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎসর্গ করত। বিভিন্ন হাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে ধারণা করা হয় যে, পুরোহিতগণ পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পশুর শিং, হাড় অথবা কচ্ছপের খোলার উপর বিভিন্ন প্রশ্ন লিখে রাখত এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করত। পরে এই হাড় আগুনে পোড়ালে যে দাগ হত পুরোহিতরা তার ভিতর থেকে জবাব খুঁজে নিত।

শাং যুগের সংস্কৃতি লিখনপদ্ধতি: প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে চীনে শাং যুগে ভিন্ন ধরনের লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই লিখনপদ্ধতিকে বলা হয় 'আইডিওগ্রাফ' (Ideograph) । এই 'আইডিওগ্রাফ' বা ভাবলেখাগুলো দেখতে অনেকটা চিত্রলিপির মতো ছিল। লেখার জন্য চীনারা তৈরি করে কালি আর তুলি। তারা তুলির সাহায্যে কালো কালি দিয়ে রেশমি কাপড়, কাঠ অথবা বাঁশের পাতার উপর লিখত। পশুর হাড়, শিং এবং কচ্ছপের খোলে বেশকিছুসংখ্যক শাং যুগের লিপি পাওয়া গেছে। এই বিশেষ ধরনের লিখনপদ্ধতি উদ্ভবের পিছনে কারণ ছিল রাজার আদেশ ও পুরোহিতের বাণী প্রচার। শাং রাজবংশের রাজার কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আগেই গণকের দ্বারা কচ্ছপের খোলে বা পশুর হাড়ে ভবিষ্যদ্বাণী লেখানো হত। কচ্ছপের খোল বা পশুর হাড় এই কাজে ব্যবহার করার আগে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হত। খোল আর হাড় চেঁছে তার ওপর থেকে মাংস এবং রক্ত পরিষ্কার করা হত। তার পর কচ্ছপের খোলের ভিতরের দিকে বা পশুর হাড়ের ওপর ছুরি ইত্যাদি হাতিয়ার দিয়ে সেগুলোর ওপর কিছু-না-কিছু ফুটো সৃষ্টি করা হত। ঐ সকল ফুটো দক্ষতার সঙ্গেই করা হত। এই কাজ পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে গণক বা ওঝা বলা হয়। তিনি তাঁর নিজের নাম, ভবিষ্যদ্বাণী করার অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ জানার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন ইত্যাদি কচ্ছপের খোলে বা হাড়ে খোদাই করতেন। তারপর ঐ কচ্ছপের খোল এবং হাড় আগুনে সেঁকে নেওয়া হত। যদি ফুটোগুলোতে তাপ লেগে

কচ্ছপের খোল বা হাড়ে ফাটল বা চিড় ধরে, তাহলে সেগুলোকে 'লক্ষণ' বলা হত। এই সব চিড় বা ফাটলের আকৃতি বিশ্লেষণ করে গণক তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করতেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে কীভাবে ফলেছে, সে সম্পর্কেও খোলে বা হাড়ে খোদাই করে লিপিবদ্ধ করেন।

ইন ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রায় ১.৬ লক্ষ পিস *'কচ্ছপের খোল এবং পশুর হাড়ের ওপর লিপি'* আবিষ্কৃত হয়েছে। এর সবগুলোর ওপর রয়েছে মোট ৪০০-র ওপর চিত্রাক্ষর। শনাক্ত চিত্রাক্ষরের সংখ্যা সীমিত হলেও সেগুলোর মাধ্যমে শাং আমলের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির অবস্থা জানা সম্ভব হয়েছে। প্রখ্যাত চীনা ইতিহাসবিদ কুও মোরুও ১৯২৯ সালে *'কচ্ছপের খোল ও হাড়ে খোদিত লিপি গবেষণা'* নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে।

শাং যুগের শিল্পকলা: শাং জনগণ ছিল শিল্পপ্রেমিক। শাং যুগে চারু ও কারু শিল্পের বিকাশ ঘটে। এ যুগে অনিন্দ্যসুন্দর রাজপ্রাসাদ, মন্দির, সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। একটি সমাধিস্থানে চীনের প্রাচীন যুগের এগারোটি রাজকীয় সমাধি পাওয়া গেছে। পাথরে খোদিত অনেক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এযুগে ইটের ইমারতের স্থলে কাঠের গৃহ নির্মিত হত স্তম্ভের উপর এবং ছাদ থাকত ঢালু। চীনারা ব্রোঞ্জের শিল্পকলার নিদর্শন তৈরি করার কৌশল জানত। ব্রোঞ্জের তৈরি হাতিয়ার, রাফ অলঙ্কার ও ঘোড়ার জিন তৈরি করে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছিল শাং কারিগররা। প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের ষাঁড়ের মাথা একটি অনন্য স্থাপত্যনিদর্শন । *'তা-নিশিহ'* নামে তিনটি দানবের মূর্তিও ছিল অসাধারণ শিল্পকর্ম। ব্রোঞ্জের তৈরি বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, রথের অলঙ্করণ ও ঘোড়ার গায়ে পরানোর জন্য বিভিন্ন অলঙ্কার শাং কারিগরদের নৈপুণ্যতাকে প্রকাশ করেছে। শাং শিল্পীরা হাতির দাঁতের নানাপ্রকার দ্রব্য ও রঙিন পাথরের শৌখিন বস্তু তৈরি করতে জানত। বিভিন্ন ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ব্রোঞ্জের ফুলদানি, তেপায়া টেবিল, কারুকার্যখচিত বড়ো পাত্র, জল খাওয়ার কাপ এবং বিভিন্ন আকৃতির মুখোশ তারা তৈরি করেছিল।

শাং যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: শাং যুগে উৎপাদনের বিকাশ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির সাথে যুক্ত ছিল। কৃষিকর্মে বছর ও মাস স্থির করার জন্য এবং পশু পালনের জন্য জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশ ঘটেছিল শাং যুগে। গণিত এবং বলবিদ্যা শাং আমলে জলসংরক্ষণ এবং বিভিন্ন নির্মাণ কাজে সাহায্য করল। সৌর ও চন্দ্রগ্রহণ এবং নক্ষত্রসমূহের ক্ষেত্রেও জ্যোতির্বিদ্যা যুক্ত ছিল। বর্ষপঞ্জি ছিল গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিকাশের ফল। শাং যুগে এক থেকে দশহাজার পর্যন্ত সংখ্যা এবং দশমিক প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। শাং যুগে উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও সেচ প্রযুক্তি গড়ে উঠেছিল। হোয়াং হো নদীর জলকে উন্নত সেচপ্রযুক্তির সাহায্যে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়েছিল শাং

যুগেই। তাই বলা যায়, শাং যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

শাং যুগের গুরুত্ব ও পতন: শাং যুগ ছিল পূর্ব এশিয়ার সভ্যতাগুলোর প্রথম প্রতিনিধি। শাং যুগই চীনের সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। চীনের কৃষি, হস্তশিল্প, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের বিকাশে শাং যুগের অবদান অস্বীকার করা যায় না। চীনের সমাজ, সংগঠন, ধর্মীয় চেতনা ও লিখনপদ্ধতি সম্পর্কে শাং যুগই পথ দেখিয়েছিল।

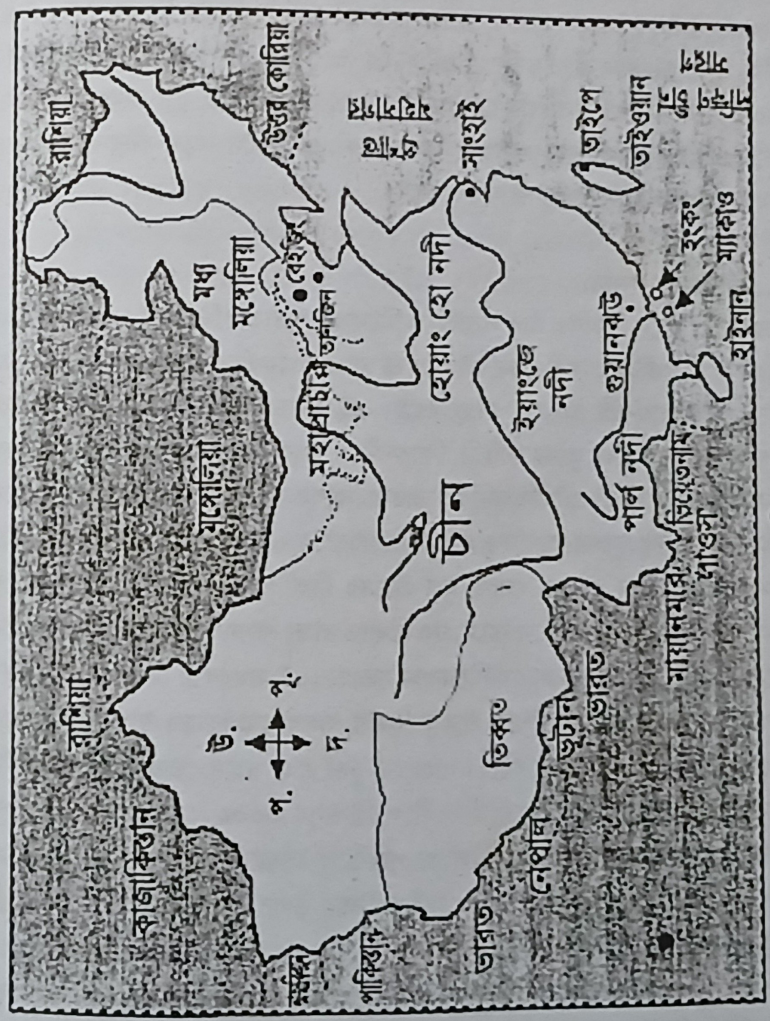

১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চৌ সমর নেতা উ-ওয়াং শাং রাজবংশের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং শাং রাজধানী তছনছ করে দেন। এরপর শাংদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে চীনে চৌ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ. পূর্ব ভূমধ্যসাগর: মিনোয়ান ও মাইসেনিয়ান

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে ব্রোঞ্জ যুগের আবির্ভাব ঘটে। ব্রোঞ্জ যুগ তাম্র প্রস্তর ও লৌহ যুগের মধ্যবর্তী স্তর। এই যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি পৃথিবীর বহু দেশে বিরাজমান ছিল এবং প্রকৃত অর্থে ব্রোঞ্জ যুগের (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০-১২০০ অব্দ) সূচনাতেই মানবসভ্যতার উন্মেষ ঘটে। গ্রীস, ক্রীট এবং এজিয়ান দ্বীপাঞ্চলে ব্রোঞ্জ যুগের সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আনাতোলিয়া থেকে ব্রোঞ্জ যুগ ক্রমশ এজিয়ান, ক্রীট ও গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করে। এ অঞ্চলে নতুন জীবনপ্রবাহ শুরু হয় ব্রোঞ্জ যুগের আবির্ভাবের সাথে সাথে।

A. মিনোয়ান সভ্যতা

স্মরণাতীত কালে বিকশিত গ্রীক সভ্যতাকে মিনোয়ান সভ্যতা (খ্রিস্টপূর্ব ২২০০-১৪০০ অব্দ) নামে অভিহিত করা হয়। এই সভ্যতা আজকে যেখানে গ্রীস সেখানে গড়ে না উঠে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠে। এই সভ্যতার প্রাথমিক উপাদান ছিল যুগ-যুগ ধরে মানুষের মুখের কাহিনি, কিংবদন্তী ও গল্পকথার মধ্যে। ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই খননকার্য থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের প্রাথমিক পর্বের খ্রিস্টজন্মের ৬১০০ বছর আগে গড়ে ওঠা জনবসতির সন্ধান পাওয়া গেছে মূল গ্রীসের ঠিক পাশে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের নোসাসে। ক্রীট দ্বীপে মিনোস নামে এক বিখ্যাত রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন বলে এই সভ্যতার নামকরণ হয় মিনোয়ান সভ্যতা। এই সময়কার মিনোয়ান সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল সুবিশাল প্রাসাদ নির্মাণ, সড়ক যোগাযোগ স্থাপন, মিশ্র ধাতু রূপে ব্রোঞ্জ তৈরি ও তার ব্যবহার। পাহাড়ের চূড়া এবং গুহার ভেতরে দেবতার মূর্তি নির্মাণ ইত্যাদি। গ্রীসের দক্ষিণে ক্রীট দ্বীপে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ নাগাদ যে অপূর্ব সুন্দর এক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তা পৃথিবীকে জানানোর কৃতিত্ব রবার্ট ইভানত্র। ১৯০০ সালে ক্রীটের নামাস নগরে মাটির টিলার উপর খননকার্য চালিয়ে তিনি যে নতুন একটা ব্রোঞ্জ সভ্যতার সঙ্গে বিশ্বকে পরিচয় করান তার নাম দেওয়া হয়েছে মিনোয়ান সভ্যতা। চারুশিল্প, কারুশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ, শান্তিপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মিনোয়াম সভ্যতার তুলনা মেলা ভার।

গ্রীস ও এশিয়া মাইনরকে পৃথক করেছিল একটি সাগর। তার নাম ইজিয়ান। উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমে ইজিয়ান সাগরের দ্বীপমালা এবং এশিয়া মাইনর উপকূলে এক উন্নত প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার আর্থার ইভানত্র ক্রীট দ্বীপে খননকার্য চালিয়ে নসাস নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। ইজিয়ান সাগরের প্রশস্ত দ্বীপ ক্রীটকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল তাকে মিনোয়ান সংস্কৃতি বলা হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান: গ্রীস ও এশিয়া মাইনরকে বিভক্তকারী ইজিয়ান সাগর ছিল ছোটো-বড়ো অনেক দ্বীপে সমৃদ্ধ। মূল দ্বীপপুঞ্জ ছিল সাইক্লডস এবং ডেলস ছিল এর একটি কেন্দ্র। দক্ষিণের সবচেয়ে বড়ো দ্বীপ ছিল ক্রীট। সমুদ্র থেকে ক্রীটের মধ্য ভূখণ্ডব্যাপী ছিল পর্বতের প্রাকৃতিক বাধা। উত্তর প্রান্তে কোরিন্থ উপসাগর ঘিরে মধ্য গ্রীসের অবস্থান ছিল। কোরিন্থের উত্তরে ছিল আতোলিয়া ও বাওশিয়ার অবস্থান। সম্ভবত ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির ধারক এক জনগোষ্ঠী ইজিয়ান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ২৮০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ইজিয়ান অঞ্চলে ব্রোঞ্জের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। সম্ভবত প্রাচ্য থেকে ব্রোঞ্জের ধারণা ইজিয়ানের মাধ্যমে প্রথম ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। ইজিয়ান সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল নসাস।

ক্রীটের ভৌগোলিক অবস্থান একদিকে যেমন দ্বীপটির জন্য বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ারও সুযোগ করে দিয়েছিল।

মিনোয়ান সভ্যতার সময়কাল: প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পর প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের উপর নির্ভর করে সময়ের বিচারে ক্রীটের মিনোয়ান সভ্যতাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

I. প্রাচীন পর্যায়: ২৯০০-২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ছিল প্রথম পর্যায়। এটি ছিল মিনোয়ান সংস্কৃতির গঠনপর্ব। এই সময় থেকেই ক্রীটে ধাতুর প্রচলন হয়েছিল। মিশর ও সাইক্লডের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণপ্রান্তে নগর বিকাশ সীমিত ছিল।

II. মধ্য পর্যায়: ২০০০-১৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ছিল এই পর্বের সময়কাল। এই পর্বে ক্রীটের শহরগুলো বিস্তৃতির চূড়ান্তে পৌঁছে যায় এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে।

III. শেষ পর্যায়: ১৬০০-১১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ছিল শেষ পর্যায়। এ সময় ক্রীটের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক পতন ঘটে।

মিনোয়ান সভ্যতার অর্থনীতি: কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য

কৃষি: খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দের দিকে একটি কৃষি সম্প্রদায় সম্ভবত প্রথম ক্রীটে বসতি গড়ে তুলেছিল। এদিক থেকে ইউরোপে ইজিয়ান অঞ্চলে কৃষি অর্থনীতিতে ব্রোঞ্জের অত্যধিক ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। মাটি অনুর্বর হওয়ায় এখানে কৃষি সমৃদ্ধ ছিল না, যব, গম, ভুট্টা চাষ হত। খাদ্যের জন্য বাইরে থেকে অন্যান্য খাদ্য আমদানি করা হত।

ধাতু শিল্প: ধাতু শিল্পে মিনোয়ানদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তারা সাইপ্রাস থেকে তামা ও ইউরোপের বিভিন্ন খনি থেকে টিন আমদানি করে ব্রোঞ্জ তৈরি করত। তাদের তৈরি ব্রোঞ্জের ছুরি, তলোয়ার এবং অন্যান্য দ্রব্যের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

মৃৎশিল্প: মিনোয়ানের মৃৎশিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মৃৎপাত্র তৈরি করতে পারত। তাদের সূক্ষ্ম ও অলংকৃত মৃৎপাত্র আধুনিক চীনামাটির পাত্রের মতোই গুণগত মানসম্পন্ন ছিল। পাত্রের গায়ে চিত্রঅঙ্কনে তারা উজ্জ্বল রং ব্যবহার করত।

ব্যবসাবাণিজ্য: সামুদ্রিক বাণিজ্যে মিনোয়ানদের একাধিপত্য ছিল। তাদের বড়ো-বড়ো বাণিজ্যজাহাজ মিশর, পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে নোঙর করত। সাইপ্রাস, গ্রীক উপদ্বীপাঞ্চল এবং সম্ভবত সিসিলিতে মিনোয়ানদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। চারিদিকে সমুদ্র থাকায় ক্রীটবাসীরা বাণিজ্যে দক্ষ হয়ে ওঠে। মিনোয়ানদের নৌবাহিনী ছিল শক্তিশালী। তারা একাধারে উপনিবেশগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ, তাদের বাণিজ্য জাহাজগুলোর নিরাপত্তা বিধান এবং দুর্গহীন নসাস রাজপ্রাসাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করত। এই কারণেই ক্রীটের রাজাকে বলা হত 'সাগর রাজা' বা 'Sea King'।

ক্রীটের বণিকগণ বিভিন্ন দেশে তামার ছুরি ও তলোয়ার, রৌপ্য পাত্র, সোনার কাপ বা পেয়ালা এবং মদ ও জলপাই তেল ভরা চমৎকার বোতল রপ্তানি করত। তাদের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল আকরিক ধাতু, হাতির দাঁত ও বিভিন্ন বিলাস দ্রব্য ও খাদ্যশস্য।

মিনোয়ানের সরকার ও রাষ্ট্রকাঠামো: বিভিন্ন পরিবর্তনের পথ ধরে মিনোয়ানের রাজনৈতিক কাঠামোর বিন্যাস ঘটে। প্রথমেই ক্রীট স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন ক্ল্যানগুলোর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিনস বিদ্রোহী ক্ল্যানগুলোর অধিকারে চলে এলে নসাসকে রাজধানী করা হয়। ক্রীটবাসীদের রাজউপাধি ছিল 'মিনস্'। ক্রীট সে কারণে মিনোয়ান নামে সমধিক পরিচিত। মিনোয়ান পুরোহিত রাজাগণ নিজেদের ষাঁড় দেবতার (Bull God) প্রতিনিধি মনে করতেন। পরবর্তীকালে মিনসগণ নিজেদের দেবরাজ জিউস-এর পুত্র মনে করতেন এবং নিজেদের ঐশ্বরিক শাসনকর্তা হিসাবে প্রচার করতেন।

মিনসদের প্রবর্তিত আইনের কাঠামোকে পবিত্র ও ঐশ্বরিক আইন মনে করা হত। মিনসগণ সামরিক ও বেসামরিক কার্যাবলীর নেতৃত্ব দিতেন। মিনস শক্তিধর শাসক হলেও স্বৈরাচারী ছিলেন না। সাধারণ মানুষ সাধারণত মিনসদের অনুগত হলেও তারা মিনসের দাস ছিল না।

মিনোয়ান ধর্ম: মিনোয়ান ধর্ম ছিল স্বতন্ত্র চরিত্রের। মাতৃতান্ত্রিকতা ছিল এর প্রধান বিষয়বস্তু। তাই দেবতা নয়, এদের মূল আরাধ্য ছিলেন দেবী। এই দেবীকে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আকাশ ও সমুদ্রের শাসনকর্ত্রী বলে মনে করা হত। তিনি ছিলেন দৃশ্যমান সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। তিনি ছিলেন *ইস্টার* এবং *আইসিস* দেবীর প্রতিরূপ। মিনোয়ান মাতৃদেবী জগতের ভালো ও মন্দ উভয় শক্তিরই উৎস বলে বিবেচিত হত। মিনোয়ান মাতৃদেবীর কয়েকজন সহকারী ছিলেন—যেমন পাতালের দায়িত্বে ছিলেন সর্পদেবী, পৃথিবীর দায়িত্বে ছিলেন বুনো প্রাণীর দেবী এবং স্বর্গ শাসন করতে পক্ষী দেবী। ক্রীটে কোনো ধর্মমন্দির পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, পাহাড়ের গুহা, খোলা আকাশ ও গাছের নীচে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় এরা আরাধনা করত।

মিনোয়ান শিল্পকলা

স্থাপত্য: নসাসকে কেন্দ্র করে মিনোয়ান যুগে প্রধান শহর গড়ে উঠেছিল। নসাসে চমৎকার ও প্রকাণ্ড প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল মিনোয়ানরা। বহু কক্ষবিশিষ্ট নসাসে রাজপ্রাসাদ ছিল স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রাসাদের ভিতেরই ছিল বাসকক্ষ, ভোজনালয়, সভাকক্ষ, স্নানাগার এবং কারখানা। প্রাসাদের অংশবিশেষ ছিল বহুতল বিশিষ্ট। উপরের কক্ষগুলোতে যাওয়ার জন্য প্রশস্ত সিঁড়ি ছিল। কাঠের থামের ওপর ছাদ তৈরি করা হয়েছিল। প্রাসাদের ভিতরের দেওয়াল ছিল ধূসর বর্ণের। দেওয়ালের গায়ে মানুষ ছাড়াও শিকারের দৃশ্য, সামুদ্রিক জীবনের ছবি, শায়িত পশু এবং লতাপাতার চমৎকার অলঙ্করণ ছিল।

ভাস্কর্য: মিনোয়ান সভ্যতায় প্রাপ্ত ভাস্কর্য নিদর্শন থেকে মিনোয়ান শিল্পীদের শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিনোয়ান ভাস্করগণ তাদের ভাস্কর্যগুলোকে বিশেষ করে পশুর ভাস্কর্যকে জীবন্ত করে তুলতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ একটি প্রকাণ্ড ষাঁড়ের ভাস্কর্য পেয়েছেন। মাথা কদাকার, স্ফীত চোখ আর খোলা মুখে একটি ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের প্রতিমূর্তি ফুটে উঠেছে। এছাড়াও মিনোয়ান সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে হাতির দাঁতের মূর্তি ও ছোটোখাটো পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে।

মিনোয়ান ভাস্কর্যে পোড়ামাটির সর্প দেবীর মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। দেবীর মাথায় ছিল হাতির দাঁতের মুকুট। সোনার তৈরি সর্প দেবীকে পেঁচিয়ে রেখেছিল। মূর্তি

ছাড়াও ক্রীটে ব্রোঞ্জ এবং সোনার তৈরি বিভিন্ন পাত্র ও অলঙ্কার পাওয়া গেছে। এছাড়া বিভিন্ন আকৃতির প্রচুর চিত্রশোভিত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

চিত্রকলা: সমকালীন সভ্যতার বিচারে ক্রীটের চিত্রকলা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। রাজপ্রাসাদ, সাধারণ ঘরবাড়ি ও ধর্মস্থল-এর ভিতরে দেওয়াল জুড়ে ছিল হরেকরকম চিত্র। মিনোয়ান চিত্রকরগণ এক রঙের সাথে অন্য রং মিশিয়ে নতুন রং বানাতে পারত। মিনোয়ান চিত্রের প্রধান বিষয় ছিল লতাপাতা, পশু এবং মানুষ। এছাড়া দেওয়ালে তাদের পরিচিত সামুদ্রিক জীবনের অনেক চিত্র অঙ্কিত ছিল।

মিনোয়ান লিখন কৌশল

'লিনিয়ার এ' (Linear A): ক্রীটে ব্রোঞ্জের পাতে উৎকীর্ণ বেশ কিছুসংখ্যক লিপি পাওয়া গেছে। এর থেকে ধারণা করা হয় যে, মিনোয়ান সভ্যতায় একটি সুনির্দিষ্ট লিখনপদ্ধতি ছিল এবং তার প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছে ব্রোঞ্জ যুগে। প্রথম দিকে তাদের লিখনপদ্ধতি ছিল চিত্রলিপি ধরনের। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আর্থার ইভান্স আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লিখিত ঐ লিপির নামকরণ করেন 'লিনিয়ার এ' (Linear A)।

'লিনিয়ার বি' (Linear B): আনুমানিক ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নসাসে খোদিত আর-এক ধরনের লিপি পাওয়া যায়। একটু ভিন্ন প্রকৃতির এই লিপির নাম দেওয়া হয় 'লিনিয়ার বি' (Linear B)। ১৯৫৩ সালে ইংরেজ স্থপতি মাইকেল ভেনট্রিস 'লিনিয়ার বি' লিপির পাঠোদ্ধার কিছুটা করতে সক্ষম হন। তাঁর মতে, এগুলো প্রকৃত অর্থে কোনো বর্ণমালা নয় বরং তা ভাবব্যঞ্জক ধ্বনি লিপি। ইজিয়ান বাণিজ্যের অগ্রগতির সাথে সাথে লিখনপদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল। কারণ, 'লিনিয়ার বি'র অধিকাংশ লেখাই ছিল বাণিজ্যসংক্রান্ত হিসাবনিকাশ। বাণিজ্যিক কারণে মিনোয়ানরা এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহে এসেছিল। এখানেই তারা লেখার ধারণা পেয়েছিল। কাদামাটির চাকতি ও অস্ত্রশস্ত্রের গায়েও তারা লিপি খোদাই করত। নসাসের রাজপ্রাসাদে মাটির প্লেটে অনেক লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। ধারণা করা হয় এতে রাষ্ট্রের গুরত্বপূর্ণ হিসাবপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

B. মাইসেনিয়ান সভ্যতা: ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ক্রীট দ্বীপে প্রবল ভূমিকম্প এবং বহিরাক্রমণের ফলে নোসাস ও ক্রীট দ্বীপের পতন সূচিত হয়। মিনোয়ান সভ্যতার পতনের পর ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে এক পরাক্রমশালী প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ ঘটে। হোমার বর্ণিত মাইসেনিই ছিল তার কেন্দ্রভূমি। হোমারকে অনুসরণ করে তাই এই সাম্রাজ্যের নামকরণ হয় মাইসেনিয়ান সাম্রাজ্য। গ্রীসের পেলোপন্নেস্ উপদ্বীপের উত্তর-পূর্বপ্রান্তে আর্গোলিস এলাকায় অবস্থিত ছিল প্রাচীন মাইসেনি শহরটি। লোকগাথা ও জনশ্রুতি

থেকে জানা যায় যে মাইসেনির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জিউস পুত্র পারসিউস। মাইসনিতে রাজত্ব করে গেছে এট্রিয়াসের বংশধররা। আর এট্রিয়াস-পুত্র অ্যাগাসেমনন ছিলেন মাইসেনির শ্রেষ্ঠ রাজা। হোমারের দুর্গনগরী ছিল মাইসেনি, স্বর্ণময় ছিল মাইসেনি। যাই হোক, মিনোয়ান সভ্যতার পতনের পরেই মাইসেনিয়ান সভ্যতার সূচনা হয়। *J. B. Bury* তাঁর *'A History of Greece'* গ্রন্থে বলেছেন ".. with the fall of cnossus and the collapse of Crete, Mycenaean Power and wealth develop rapidly both inside and outside Greece." পাইলোস, টিরিন্স, আর্গস, স্পার্টা—সবই ছিল এই মাইসনিয়ান সাম্রাজ্যের অংশ।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: অ্যাগামেমনন সত্যিই কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন কিনা তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। তবে হোমারের মহাকাব্য *'ইলিয়াড'*-এ বর্ণিত বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধ, মাইসেনির শক্তিশালী সাম্রাজ্য এসব যে শুধু গল্পকথা নয়, তা এখন প্রমাণিত এবং তার অন্যতম প্রমাণ মাইসেনিতে আবিষ্কৃত এক প্রাগৈতিহাসিক ভগ্নস্তূপ। ট্রয়ের যুদ্ধ যে সত্যিই ঘটেছিল এ প্রমাণের জন্য জার্মানির প্রত্নতত্ত্ববিদ H. Schliemann কাজ আরম্ভ করেন তুরস্কের ট্রয় নগরীতে। প্রাথমিক হতাশার পর ১৮৭৬ সালে তিনি চলে আসেন গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে। পেলোপন্নেসের আর্গোলিস অঞ্চলের এক প্রান্তরে বিশাল এক সিংহদরজা ও সংলগ্ন পাথরের দেওয়াল অবহেলিত হয়ে পড়েছিল অনেকদিন ধরে। সেই দেওয়ালের ভিতরের জমিতেই শ্লিম্যান আরম্ভ করেন তাঁর খননকার্য। এই খননের ফলে বেরিয়ে আসে গ্রীসের মূল ভূ-খণ্ডের এক অপরিচিত ও গৌরবান্বিত যুগের ভগ্নাবশেষ। গ্রীসের প্রাগৈতিহাসিক ব্রোঞ্জ সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন। *N.G. L Hammond* তাঁর *'A History of Greece'* গ্রন্থে বলেছেন, "The name Mycenaean was adopted from Mycenae, because Schliemann, the Pioneer of excavation, first discovered this Civilisation at Mycenae.

মিনোয়ান ও মাইসেনিয়ান: মিল ও অমিল: গ্রীসের এজিয়ান সাগরের মিনোয়ান ও মাইসেনিয়ান ব্রোঞ্জ সভ্যতার মধ্যে নানা প্রকার সংযোগ ছিল। এছাড়া মিনোয়ান সভ্যতার অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা, চারুশিল্পের প্রভাবেই মাইসেনিয়ান শিল্প গড়ে উঠেছিল।

Lion Gate ভাস্কর্য: ইউরোপের প্রথম প্রাগৈতিহাসিক ভাস্কর্য হল মাইসেনির শৌর্য-বীর্যের প্রতীক বিখ্যাত 'Lion Gate' বা সিংহদরজা। দরজাটি চারটি বিরাট পাথরের টুকরোয় তৈরি। দুই পাশে দুটি দাঁড় করানো পাথর। মাটিতে চৌকাঠের জায়গায় শোয়ানো লম্বা—আর এক পাথর ও দাঁড় করানো পাথর দুটির ওপর লিন্টেলের পাথর। লিন্টেনের ওপরে ত্রিভুজাকৃতি জায়গাটি ফাঁকা রাখা হত মাইসেনিয়ান স্থাপত্যরীতির চরিত্র অনুযায়ী। এই তেকোনা ফাঁকা অংশটি ঢেকে ছিল সিংহমূর্তি দুটি।

লাইমস্টোনের রিলিফ কাজ করা ছিল তাতে। দুটি সিংহেরই মুখ ছিল না। মুখ দুটি সম্ভবত ব্রোঞ্জের তৈরি ছিল। সিংহ দুটি সামনের থাবা দুটি রেখেছে একটা পাথরের বেদির উপর। দাঁড়ানোর রাজকীয় ভঙ্গিমা, সামনে তাকানো মুখ এসবের মধ্যেই একটা ভীতি সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। সম্ভবত শত্রুকে ভয় দেখানোই ছিল এই শিল্পসৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য।

Cyclopean wall ভাস্কর্য: সিংহদরজার দু'পাশে ছিল বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি বিখ্যাত Cyclopean Wall । দরজার ঠিক দু'পাশের দেওয়ালের পাথরগুলি ছিল মসৃণ ও কিছুটা সমমাপের বাকি দেওয়ালটিতে নানা মাপের অমসৃণ পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রাচীরটির উচ্চতা ছিল ৬০ ফুট এবং প্রস্থে ১৫-২০ ফুট। শত্রুপক্ষের পক্ষে এই প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রাসাদ চত্বরে ঢোকা খুব সহজসাধ্য ছিল না। মাইসেনিয়ান সাম্রাজ্যের প্রাসাদগুলির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই প্রাচীর। ছোটো পাহাড়ের ওপর তৈরি হত প্রাসাদগুলি আর প্রাসাদসহ পুরো পাহাড়টিকে ঘিরে থাকত এই প্রাচীর। এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ঘেরা প্রাসাদের মধ্য থেকে আক্রমণকারী শত্রুপক্ষের দিকে নজর রাখতেন মাইসেনিয়ান অধিপতিরা।

Lower Acropolis-এর আবিষ্কার: প্রাসাদদুর্গের অবশিষ্ট অংশের সামনে একটু খাদে নামানো গোলাকার পাথরের দেওয়াল ঘেরা অদ্ভুত জায়গাটি ছিল Lower Acropolis বা প্রাসাদের নিম্ন অংশ। ১৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়টির ওপরে ছিল Upper Acropolis বা মূল প্রাসাদ। এর বাঁদিকে সম্ভবত কোনো দেবস্থানের ধ্বংসাবশেষ ছিল। ডান দিকে ছিল ভেঙে যাওয়া কোনো বাড়ির ভিত। এটি ছিল পাহারাদারদের থাকবার জায়গা। তাদের দৈনিক খাবারের জন্য শস্য মজুত থাকত এখানে।

Grave-Circle A আবিষ্কার: মূল প্রাসাদের ডানদিকের বৃত্তাকার অংশটি ছিল মাইসেনির বিখ্যাত 'Grave-Circle A' বা প্রথম বৃত্তাকার সমাধিভূমি। মাইসেনির অপরিমেয় সম্পদ ও অন্যান্য নানান তথ্যের উৎস ছিল এই সমাধিভূমি। এখানে বেশ কয়েকটি সমাধিস্তম্ভ বা tomb stone দেখা যায়। সমাধিস্তম্ভের তলায় মাটি খুঁড়ে শ্লিম্যান পেয়েছিলেন ৫টি গভীর Shaft Grave বা খাদ সমাধি। খাদগুলি ছিল ১৫-১৬ ফুট গভীরতা যুক্ত। খাদগুলি পাথরের দেওয়াল দ্বারা বাঁধানো ছিল। খাদ সমাধিগুলির থেকে শ্লিম্যান সোনার মুখোশে ঢাকা তিনটি পুরুষ দেহ আবিষ্কার করেন। নারী-পুরুষ শিশু সকলের দেহই এই সমাধিভূমিতে ছিল। সোনায় মোড়া ছিল ঐ দেহগুলি। পুরুষদেহে ছিল সোনার মুখোশ, মাথায় ও দেহে সোনার ভূষণ, পাশে ব্রোঞ্জের নানা অস্ত্র—তরবারী, বর্শা, ছোরা, বর্ম, শিরস্ত্রাণ। নারীদেহে ছিল স্বর্ণালঙ্কার। পাওয়া গেছে প্রচুর স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, সোনার বাক্স, স্বর্ণাঙ্গুরীয় ইত্যাদি। জিনিসগুলির অনুপম সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম কারুকাজ, শিল্পশৈলী সবই ব্রোঞ্জ যুগের মানুষের শিল্প দক্ষতার

পরিচয় দেয়। সমাধিগুলির আয়তন প্রমাণ করে যে, মাইসেনিতে যুদ্ধপ্রবণ সমাজের অস্তিত্ব ছিল। প্রায় ৪০টা সমাধিগৃহ থেসালি থেকে পলোপনেস পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। Vaphio, Myrsinochorion এবং Dendra ছিল তিনটি প্রধান খাদ সমাধি। সম্ভবত রাজপরিবারের সদস্যদের দেহগুলি সমাহিত হয়েছিল এই সমাধিভূমিগুলিতে। ১৯৫০ সালে প্রাসাদ এলাকার বাইরে আরও একই রকমের সমাধিস্থান আবিষ্কৃত হয়। এটির নাম দেওয়া হয় 'Grave Circle B' বা দ্বিতীয় সমাধিভূমি।

মাইসেনিয়ান স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা: 1400 B. C. সময়ে মাইসেনি সাম্রাজ্য প্রবেশ করেছিল তৃতীয় এবং সবচেয়ে উন্নততর দশায়, যা রাজপ্রাসাদের যুগ নামে পরিচিত। পাঁচটা প্রধান রাজপ্রাসাদ ছিল—মাইসেনি, টিরিন্স, অ্যাথেন্স, থিবস্ এবং পাইলোস। অ্যাক্রপলিসে বাস করত প্রাসাদের কর্মচারীরা। প্রাসাদের পূর্ব দিকেও বেশ কিছু বাড়ি ছিল। কিছু কিছু ছিল বাসস্থান, আবার কিছু ছিল দেবস্থান। কিছু ঘরে খাদ্যদ্রব্য মজুত থাকত, আবার কিছু ছিল শিল্পদ্রব্যে পূর্ণ। কোনো কোনো ঘরের দেওয়াল ম্যুরালে শোভিত ছিল। বহু ফুলদানি, মূর্তি, নানাপ্রকার মৃৎপাত্র এই ঘরের থেকেই পাওয়া গেছে। স্টাইলাইজড অক্টোপাস বা অন্যান্য অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইন, রঙের সমন্বয়, আকার সবই মাইসেনি সাম্রাজ্যের উৎকৃষ্ট 'মৃৎ শিল্পের' প্রমাণ দেয়। মৃৎপাত্রগুলি রপ্তানি করা হত ইতালি, আনাতোলিয়া, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ রাশিয়াতে।

1600-1500 B. C.-র মধ্যে তৈরি হয়েছিল লাইমস্টোনের মূল প্রসাদটি। প্রাসাদটিতে একাধিক সিঁড়ির সাড়ি, করিডোর, থামের সারির চিহ্ন বর্তমান। প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল মেসোপটেমিয়ার *'Megaron'* পদ্ধতিতে। এ প্রসঙ্গে *D. Brendon Nagle* তাঁর *'The Ancient world'* গ্রন্থে বলেছেন "The megaron served as a central meeting place where the king could hold Court, receive reports, give benquets, and generally conduct public business." এই 'Great hall'-এর বাইরে ছিল বসবাযোগ্য কোয়ার্টার এবং গুদামঘর—সেখানে মদ, খাদ্যশস্য, বস্ত্রাদি, ধাতব দ্রব্য এবং যুদ্ধসামগ্রী মজুত থাকত। সেখানে ছিল খমারের কর্মশালা, রাজমিস্ত্রি, কুমোর, ছুতোর, চাকা প্রস্তুতকারক, বস্ত্র প্রস্তুতকারক থাকত—যারা ছিল রাজপ্রাসাদের প্রধান কর্মচারী। এদের প্রত্যেককে দেখাশোনা করার দায়িত্ব ছিল, একদল প্রশাসকের যারা লিখতে জানত।

জল সরবরাহ প্রযুক্তি: মাইসেনির প্রাসাদে জলসরবরাহের ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার। মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসা একটি ফোয়ারা থেকে জল প্রাসাদে আসত। ফোয়ারার জল এসে জমত প্রাসাদ এলাকার ভিতরের একটি জলাধারের মধ্যে। জলাধারটিতে পাথরের নুড়ি দিয়ে জল পরিশোধনের ব্যবস্থাও ছিল। প্রাসাদে

জল সরবরাহ হত মাটির পাইপের সাহায্যে। জলসরবরাহের এই ব্যবস্থা মাইসেনি সাম্রাজ্যের উৎকৃষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যার এক অপূর্ব উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে *G. Stobart* তাঁর *'The Glory that was Greece'* গ্রন্থে বলেছেন—"There is an elaborate bathroom, with drain pipes and water supply, a little to this west of ths megaron."

Treasury of Atreus: মূল প্রাসাদ থেকে 400 গজ দূরে অবস্থিত ছিল 'Treasury of Atreus'। এটি ব্রোঞ্জ যুগ থেকেই বিরাজ করছে মইসেনিতে। এটি ছিল একটা সমাধিগৃহ। মাইসেনিয়ান স্থাপত্য কার্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিল এটি।

Tholos Tomb-এর আবিষ্কার: 1500 B. C. নাগাদ মাইসেনিতে খাদ সমাধির প্রচলন উঠে গিয়ে 'Tholos Tomb' বা গোলাকার সমাধিগৃহের ব্যবহার শুরু হয়। পাহাড়ের নিচের অংশ কেটে গোলাকার ঘর তৈরি করে ঘরের গোল সিলিংটিকে চৌকো পাথরের টুকরো দিয়ে এমন ভাবে একের-পরে-এক সাজিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হত যে, সিলিংটিকে মৌমাছির চাকের মতো দেখতে হত। সেইজন্য এই গঠনটিকে 'Bee-hive' গঠন বলা হয়। এই গোলাকার সমাধিগৃহগুলি মাইসেনির স্থপতিদের উদ্ভাবনী শক্তি ও উন্নত স্থাপত্য কৌশলের প্রমাণ দেয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা: মাইসেনিয়ান সাম্রাজ্যের অর্থনীতির মূলকেন্দ্র ছিল প্রাসাদগুলি। পাইলস্ ২৬টা গোষ্ঠীর প্রায় ৪০০ জন্য কামারের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত। মাইসেনিয়ান নোসাসে প্রায় ৬০০ জন বস্ত্র উৎপাদনকারী ছিল। উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ থাকত শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের হাতে। প্রাসাদের প্রয়োজনেই শুধু দ্রব্য উৎপাদিত হত না, বাজারে রপ্তানি করার জন্যও উৎপাদন করা হত। মাইসেনিতে বার্লি, জলপাই, আঙ্গুর, উল, শন, ফল, মশলা, মধু, তেল উৎপাদিত হত। হাঁস, মুরগি প্রতিপালন করা হত। অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্য কাঁচামাল হিসাবে সাইপ্রাস থেকে আসত তামা এবং ব্রোঞ্জ। মিশর থেকে আসত arroe-heads এবং মেলোস দ্বীপ থেকে আসত obsidian। সিরিয়া, ফিনিশিয়া থেকে আসত সোনা রুপা এবং হাতির দাঁত। আর্থিক দিক থেকে মাইসেনির সাথে সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির সুসম্পর্ক ছিল। সমুদ্রপথের বাণিজ্য ও বন্দর ব্যবহারের কর আদায় করে গড়ে ওঠে মাইসেনির সম্পদ। নিকটবর্তী নপলিয়া বন্দর ব্যবহারের জন্যে সমস্ত বণিকদেরই মাইসেনিরাজকে কর দিতে হত। 1500 B. C নাগাদ এজিয়ান সাগরে বাণিজ্য অধিকারে মাইসেনি সাম্রাজ্য ক্রীটের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। ট্রয় আক্রমণের পিছনেও এমনই একটি কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। 1200 B. C. নাগাদ ট্রয়ের সাথে মাইসেনিয়ানদের যুদ্ধ বেঁধেছিল ঠিকই তবে তা হেলেনকে নিয়ে নয়, সম্ভবত হেলস্পন্টের (দারদানেলিস প্রণালী) অধিকার নিয়ে অথবা সমুদ্র বাণিজ্যের অন্য কোনো পথের আধিপত্য নিয়ে।

এছাড়া মাইসেনিয়ান অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে উন্নত রাস্তা, সেতু, কালভার্টগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সামাজিক অবস্থা: মাইসেনিয়ান সাম্রাজ্যের সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সমাজের উপরিস্তরে ছিলেন রাজা এবং রাজার একদল অফিসার। এরা ছিল সমাজের উচ্চ অভিজাতশ্রেণীর প্রতিনিধি। এই সমাজের প্রধান ভূমধ্যকারীদের বলা বলা হয় *'Damos'* বা *'People'* —যারা অধিকাংশ জমির মালিক ছিল। সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে দাসরা ছিল এবং তারা প্রাসাদগুলির শিল্পসংক্রান্ত কাজে এবং মালপত্র গুদামজাতকরণের কাজে নিয়োজিত ছিল। সমাজে স্বাধীন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। সমগ্র বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরেই প্রাসাদগুলির কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। মাইসেনিয়ান পুরুষ যখনই মারা যেত তখন তার সাথে যোদ্ধার সাজ সঙ্গে থাকত। সৈনিকরা সম্পূর্ণ ব্রোঞ্জে তৈরি Chest Guard পরত এবং ব্রোঞ্জ প্লেটের স্কার্ট পরিধান করত। মাইসেনিতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলি প্রমাণ করে সৈন্যরা মুখে নাড়ি রাখত, কিন্তু গোঁফ ছিল না। হাঁটু অবধি মোজা, পায়ে জুতো, মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম, হাতে ঢাল ও বর্শা ছিল। বর্শার সঙ্গে বাঁধা পুঁটলিতে সম্ভবত তাদের দৈনিকবরাদ্দ খাবার থাকত। সমাজের অভিজাত মহিলারা শরীরের সাথে সেঁটে থাকা জ্যাকেট এবং gown skirts পরিধান করত। তারা চুলের খোঁপা করত। সোনার নেকলেস, আংটি ইত্যাদি পরিধান করত। অধিবাসীরা ছিল খুব ভালো শিকারি এবং তারা অবসরের সময়ে রথের দৌড় প্রতিযোগিতা করে আনন্দ পেত। মাইসেনিয়ানদের 'Burial Customs' লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মরদেহটিকে পুরোপুরি পোশাকপরিহিত অবস্থায় সমাধিক্ষেত্রে আনা হত এবং মরদেহটিকে মাটির মেঝেতে ফেলে রাখা হত। তারপর সমাধিক্ষেত্রে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। মরদেহগুলি রাখা হত যতক্ষণ না পর্যন্ত মাংস পচন ধরে হাড়গুলি পৃথক হয়ে যায়। মাইসেনিয়ানরা এভাবেই মৃতদেহ সৎকার করত।

সামরিক কৌশল: মাইসেনিয়ানদের সামরিক কৌশল ছিল উন্নত। উন্নত তরবারি ও বর্ম ছিল এযুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। যোদ্ধারা সমরসম্ভার নিয়ে স্বল্প ওজনবিশিষ্ট ঘোড়ায় টানা রথে যুদ্ধ করত। ধনী ব্যক্তিরা এ ধরনের রথ এবং অস্ত্রশস্ত্র কেবলমাত্র যুদ্ধের জন্যই ব্যবহার করতেন না, ওগুলো ছিল তাদের Social Status-এর প্রমাণ।

লিখনকৌশল: মাইসেনি সাম্রাজ্যের ফলকগুলির লিপিকে বলা হয় 'Linear B'। 1952 সালে Micheal Ventris 'Linear B' পাঠোদ্ধার করে প্রমাণ করেন যে, ভাষাটি গ্রীক ভাষারই এক প্রাচীন রূপ। তাঁর এই পাঠোদ্ধারে বোঝা যায় যে, মাইসেনি সাম্রাজ্যের বীর নায়করা ছিলেন পরবর্তীকালের গ্রীক হেলেনিমদেরই আদি পুরুষ (Proto-Greaks), 'Linear B'-এর সমস্ত ফলকেই শস্য, গবাদি পশু,

কর-খাজনা বা সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা ও হিসাবনিকাশ ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। কেবল পাইলোসে পাওয়া একটা ফলকে মাইসোনিয়ান দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি ও প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রায় ১৩ জন দেব-দেবীর মধ্যে জিউস, হেরা, হারমেস, পসাইডনের নাম ছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে, গ্রীসে দেব-দেবীদের পূজা ব্রোঞ্জ যুগ থেকেই শুরু হয়েছে।

মাইসেনিয়ান সাম্রাজ্যের পতন: মাইসেনি সাম্রাজ্যে কোনো রাজারই একাধিপত্য ছিল না, অর্থাৎ সাম্রাজ্য কোনো কেন্দ্রীয় শাসকের অধীনে ছিল না। মাইসেনি, পাইলোস, টিরিন্স সবই ছিল স্বাধীন নগররাষ্ট্র। ট্রয়ের যুদ্ধের কিছু পরেই শুরু হয় একদা মহাপরাক্রমশালী মাইসেনি সাম্রাজ্যের পতন। 1150 B.C. নাগাদ পাইলোস এবং মাইসেনির প্রসাদ ভস্মীভূত হয়। পাইলোস, বোয়াটিরা এবং ল্যাকোনিয়ার জন্যসংখ্যা কমে যায়। গ্রীসের মূল ভূখণ্ড থেকে মাইসেনিয়ানরা ছড়িয়ে পড়ে এজিয়ান সাগরের বিভিন্ন দ্বীপগুলিতে।

মাইসেনিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে প্রধান কারণ হল বৈদেশিক আক্রমণ। এই সময় সম্ভবত উত্তর দিক থেকে নেমে আসে সোনালি চুল ও নীল চোখের অধিকারী বর্বর ডোরিয়ান জাতি। মাইসেনিয়ান সাম্রাজ্য ডোরিয়ানদের দখলে গেলে গ্রীসে নেমে আসে এক অন্ধকারময় যুগ।

মাইসেনিয়া সভ্যতার অভ্যন্তরে অস্থিরতা তথা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক স্তরে ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ সভ্যতাটির পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। Thomas R. Martin তাঁর 'Ancient Greece' গ্রন্থে বলেছেন "Internal conflict among the rulers of Mycenaean Greece, not foreign invasion, offers the most plausible explanation of the destruction of the palaces of the main land in the period after about 1200 B. C." সেই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য অত্যধিক শোষণ ও শক্ত কেন্দ্রীয় অর্থনীতি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রসারিত করে। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়, অর্থনেতিক উন্নতি বিঘ্নিত হয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

মাইসেনিয়ান সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও তার পতন অন্যতম কারণ। Thomas R. Martin তাই যথার্থই বলেছেন প্রাসাদ অর্থনীতির হঠাৎ ব্যর্থতা বৃহত্তর মাইসেনি জনসংখ্যার উপর ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

এছাড়া এজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তথা মিশর, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিনিশিয়া, বলকান ইত্যাদি অঞ্চলে বহিরাক্রমণ সংগঠিত হবার ফলে মাইসেনির কেন্দ্রীয় শক্তি চাপের মুখে পড়ে যায়। অবশেষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আক্রমণকারীরা বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালিয়ে বিভিন্ন প্রাসাদের পতন ঘটায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, 8 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ গ্রীসে শুরু হয় এক নতুন জাগরণ। আরম্ভ হয় এক স্বর্ণযুগের। এথেন্স তার নেতৃত্ব দেয়। গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জন্ম ঘটে। ধীরে ধীরে মাইসেনিয়ান সভ্যতা চলে যায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। সিংহদরজা, পাহাড়ের শীর্ষদেশে লাইমস্টোনের প্রাসাদ, গোলাকার সমাধিগৃহ, ব্রোঞ্জ-সোনা-রুপার তৈরি নানান শিল্পদ্রব্য এসবই ব্রোঞ্জ যুগের এক অতি উন্নত সভ্যতার প্রমাণ দেয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্পে মাইসেনিয়ানরা যে তাদের বিস্ময়কর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছে তা সন্দেহাতীত। Thomas R. Martin তাই সিদ্ধান্তে এসেছেন "Greek Society at the end of this Mycenaean Age might have seemed destined for irreversible economic and social decline, even oblivion. As it happened, however, great changes were in the making that would create the civilisation we to day think of an classical greece."